প্র্যাক্টিসিং মুসলিমাহ্

শারমিন জান্নাত

সম্পাদনা
কে. ডি. এস. এম ইব্রাহীম [সোহেল]

মাকতাবাতুন নূর

লেখিকার কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান রবের প্রতি; যার অপার করুণায় সকল ভালো কাজের পূর্ণতা পায়। যার অসীম করুণায় আমি অধম বরাবরের মতো এ বইটির কাজও সমাপ্ত করতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর বান্দা রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সাহাবিদের ওপর।

সুপ্রিয় বোন! তোমার ব্যাপারে সবচাইতে উত্তম যা বলা হয়েছে, সেটা হলো তুমি সমাজের অর্ধেক। আর অর্ধেক তুমি জন্ম দাও, তাই বলা যায় তুমি-ই পুরো সমাজ। প্রত্যেক সফল পুরুষের পেছনে থাকে একজন নারী। আমরা যদি উম্মাহর মহান সেই বীরদের দেখি তাহলে সফলতার পেছনে দেখব তাদের মা নতুবা স্ত্রীর সাপোর্ট। উম্মাহর সেই মহীয়সী নারীরা তাদের সবদিক দিয়ে সাহায্য করেছেন। আমাদের পূর্বসূরী মায়েরা নিজের স্বামী-সন্তানদেরকে আল্লাহর পথে চলার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন।

অথচ আজ তোমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার দাসত্ব বরণ করে নিয়েছ। ইসলামের বিরুদ্ধে কুফফার শক্তির ভয়ানক অস্ত্র হলো 'নারীবাদ', 'নারী স্বাধীনতা', 'নারীমুক্তি' প্রভৃতি গালভরা বুলি। এসব মুখরোচক স্লোগান-ই পাশ্চাত্য সভ্যতাকে পশু সমাজে পরিণত করেছে। অবাধ যৌনতায় সয়লাব পাশ্চাত্য সভ্যতা। পশ্চিমাদের ভয়াল থাবা থেকে মুক্তি পেতে হলে ফিরে আসতে হবে ইসলামের বিশ্বজনীন জীবনাদর্শের দিকে। যা বিশ্বমানবতার মুক্তির পয়গামের জন্য স্রষ্টাপ্রদত্ত শাশ্বত পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। সকল যুগের চাহিদা

সম্পাদকের টুকরো আলাপন

'আধুনিক' শব্দটির সাথে আমরা সবাই পরিচিত। অধুনা সময়ে এ শব্দটি আমাদের কাছে জনপ্রিয় পরিভাষা হিসাবে গৃহীত। মার্ক্সবাদী ঔপন্যাসিক উইলিয়াম হেনরির মতে, 'Modern' শব্দটি প্রথম প্রচলিত হয় ষোল শতকে। আর মডার্নিজম উদ্ভূত হয় আঠারো শতকে। আজকের একবিংশ শতাব্দীতে পর্দাপণ করে আমরা সবাই নিজেকে আধুনিক মানুষ বলে দাবি করতে ভালোবাসি; কিন্তু সত্যিই কি আমরা আধুনিক? না, আমরা মোটেও আধুনিক না! কারণ, আধুনিকতার অন্তরালে আমরা ধর্মহীনতাকে গ্রহণ করছি। আধুনিকতার নামে অশ্লীলতাকে বরণ করেছি। আধুনিকতার নামে নারী-পুরুষের অবাধ যৌনতাকে আলিঙ্গন করছি। আধুনিকতার দোহাই দিয়ে ওয়েস্টার্ন কালচার রপ্তানি করে তৃপ্তির ঢেকুর তুলছি। ইসলাম এমন নগ্ন আধুনিকতাকে ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করে। ইসলাম আধুনিকতাকে পশ্চিমা লেন্স দিয়ে দেখে না। ইসলামে আধুনিকতার মাপকাঠি কালের স্রোতের সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ, ইসলাম চির-শ্বাশত, চির-আধুনিক। ইসলাম সর্বকালের মানুষের জন্য মহান রবের প্রদর্শিত জীবনদর্শন ও পথ নির্দেশিকা। তাই ইসলামি জীবনদর্শনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সমাজ ও সভ্যতাই প্রকৃতপক্ষে আধুনিক সমাজ ও আধুনিক সভ্যতা।

ইসলামি জীবনদর্শনের বাইরে মানুষের মনগড়া কল্পিত জীবনদর্শনের ভিত্তিতে যুগে-যুগে যে সকল সমাজ ও সভ্যতা গড়ে উঠেছে, সে সকল

সমাজ ও সভ্যতা কোন ক্রমেই কল্যাণমুখী সমাজ ও সভ্যতা হতে পারেনি; বরং হয়েছে এর বিপরীত, প্রকৃতি বিরোধী, বিকৃত ও মানবতা ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতা। মূলত ইসলাম হচ্ছে, ফিতরাত তথা স্বভাবজাত ধর্ম। মহান রব সর্বকালের স্রষ্টা। যে কারণে তাঁর দেওয়া জীবনব্যবস্থা নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা সর্বকালের জন্য চির-আধুনিক, চির-প্রগতিশীল, চির-উন্নতিশীল।

ইসলাম যা কিছুকে গ্রহণ করতে বলেছে, তা চির-কল্যাণ ও চির-আধুনিক। আর যা কিছুকে বর্জন করতে বলেছে, তা চির-পশ্চাৎপদ। তাই ইসলামের চিরন্তন আধুনিকতার সাথে ওয়েস্টার্ন আধুনিকতা পরিপূর্ণ সাংঘর্ষিক। খোদাবিমুখ বস্তুবাদী পাশ্চাত্য সভ্যতা আধুনিকতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ নয়; বরং ওয়েস্টার্ন আধুনিকতা সমগ্র পৃথিবীকে আবারও আইয়্যামে জাহিলিয়াতের ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত করছে। পশ্চিমা পথভ্রষ্টদের প্রহসনের স্বীকার হচ্ছে, মুসলিম উম্মাহ, বিশেষ করে মুসলিম নারী সমাজ। তাদের চিন্তাধারায় প্রতিপালিত হচ্ছে সর্বদা। মুসলিম মা-বোনদের মাঝে অশ্লীলতার বিষবাষ্প ঢুকিয়ে দিয়েছে তারা। মুসলিম নারীদের মস্তিষ্ককে বিকৃত করে বানিয়েছে নির্লজ্জ। সমস্ত নিকৃষ্ট কথা ও কাজ দ্বারা ইসলামের রূপকে বিকৃত করে মুসলিম নারীদের মস্তিষ্ক ধোলাই করছে। 'নারী স্বাধীনতা', 'সমঅধিকার', 'নারী উন্নয়ন' এমন কিছু গালভরা মুখরোচক শ্লোগান দিয়ে মুসলিম নারীদেরকে রাস্তায় নামিয়েছে।

বস্তুবাদী পাশ্চাত্য সভ্যতা নারী সমাজকে ধ্বংস করার জন্য 'নারী স্বাধীনতা' নামক নিরুর বাঁশীর সুর তুলছে। এই নারী স্বাধীনতাবাদীরা নারীদেরকে স্বাভাবিক লজ্জা ও অবগুণ্ঠন থেকে মুক্ত করে কর্মের সকল অঙ্গনে কলিগ নাম দিয়ে পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতায় দাঁড় করিয়েছে। ফলে লিঙ্গের দ্বারা নির্ধারিত মানবিক সকল সম্পর্ক আস্তে-আস্তে বিলুপ্ত হতে চলেছে। সংসার ও পরিবার ভেঙ্গে যাচ্ছে; পিতা-পুত্র, মাতা-কন্যার সম্পর্ক টুটে যাচ্ছে।

কুরআনুল কারিমের পাঁচটি আয়াত আমরা ভালোভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ...!

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

هُوَ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِیَسْكُنَ اِلَیْهَا ۚ...

"তিনিই তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তা থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন। যাতে সে তার নিকট শান্তি পায়..।"[১]

অন্যত্র বলেন,

یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِیْرًا وَّ نِسَآءً ۚ

"হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তা থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দু'জন থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু নর ও নারী।"[২]

তিনি বলেন,

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِیَعْبُدُوْنِ ۝

"আমি সৃষ্টি করেছি জীন ও মানুষকে। এজন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে।"[৩]

---

[১] সূরা আরাফ, আয়াত : ১৮৯
[২] সূরা নিসা, আয়াত : ১
[৩] সূরা যারিয়াত, আয়াত : ৫৬

> কারণ, ঔপনিবেশিকরা গত শতাব্দীতে যখন আমরা ঘুমিয়ে ছিলাম এবং গাফেল ছিলাম, আমাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করে দিয়েছে যে, তারাই উন্নত, তারাই অগ্রগামী।
>
> তারা যা করছে সেটাই সঠিক। ফলে প্রতিটি বিষয়ে আমরা তাদের অন্ধ অনুকরণে মেতে উঠেছি; তাদের মতো হতে পারাকেই পরম মোক্ষলাভ মনে করছি!"[৭]

এছাড়াও রয়েছে এখনকার শিক্ষাব্যবস্থা! লালসালু, লালনের দর্শন, সিমোন দা বুভোয়ারের দর্শন, বেগম রোকেয়া, নূরজাহান বেগম, ইলা মিত্র, প্রীতিলতা, সক্রেটিস, বার্ট্রান্ড রাসেল, কার্ল মার্ক্স, এঙ্গেলস, ম্যাক্স ওয়েবার, মিশেল ফুকো, আহমদ ছফা, সর্দার ফজলুল করিম, শরৎচন্দ্র, জীবনানন্দ, রবীন্দ্রনাথের সাথে আমরা বড় হচ্ছি।

পুরুষদের তুলনায় আমরা এসব দর্শনে বেশি বিশ্বাস করি। কারণ, আমার ভাইদের চিন্তা থাকে চাকরি পেতে হবে; এতসব অন্তরে ধারণ করার সুযোগ নেই! তারা ইতিহাস, দর্শন, নৃ-বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, আইন, মনোবিজ্ঞান, উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ, সোশ্যাল জাস্টিস স্টাডিজ, রিলিজিয়ন অ্যান্ড কালচার, সংগীত, নাট্যতত্ত্ব, চারুকলা এবং বাংলা-ইংরেজি সাহিত্যের মতো বিষয়গুলো অত গুরুত্ব সহকারে পড়ে না, এসব পড়ে চাকরি পাবে না বলে!

সেগুলো তাদের কাছে যতোটা নিগৃহীত, আমাদের কাছে ততোটাই চটকদার। বিশ্বাস না হলে আপনার স্কুলজীবনের কথা স্মরণ করুন। সিরিয়ালের প্রথম সারির ১০ জনের কথা মনে করুন তো, সেখানে আপনার প্রিয় বোনদের তালিকাটা লম্বা হবে আমার বিশ্বাস।

[৭] মাআন্নাস- শায়খ আলী তানতাবী রহ.

আজ আমরা যে প্রথম বিশ্বকে আদর্শ মানি, সেই সব দেশের মেয়েরা আপাতদৃষ্টিতে খুব স্বাধীন মনে হলেও তার কিন্তু পুতুল হিসেবেই সজ্জিত। পুঁজিবাদী সমাজের যে বাজারজাতকরণ, সেখানে খুব কৌশলে নারীকে টার্গেট গ্রুপ বানানো হয়েছে।

যত চটকদার বিজ্ঞাপন তা নারীকে আকৃষ্ট করতে, তার প্রতি মনোনিবেশ করতে বাধ্য করেছে তাকে। নারী পুঁজিবাদের মোড়কে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। পুঁজিবাদ তার স্বার্থসিদ্ধির জন্য নারীকে ব্যবহার করে পণ্যের বিজ্ঞাপন বাড়াচ্ছে, কিন্তু নারী তার নিজস্ব পরিচয় হারাচ্ছে।

আমরা চাই প্রকৃত মানুষের পরিচয়। যে পরিচয় মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের দিয়েছেন। আমরা-ই সমাজের প্রধান ভিত্তি তথা পরিবারের প্রশান্তির উৎস।

আমি বাবার জন্য বরকত (প্রাচুর্য) ও কল্যাণের প্রতীক। মা হিসেবে আমার সম্মান রয়েছে, আমি সন্তানের বেহেশত। বোন হিসেবেও আমি ভাইয়ের অগ্রগামী। আমি স্বামীর আবরণস্বরূপ, সৌভাগ্যের পরিচায়ক। আমাকে সম্মান দেখালে পুরুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে, গায়রত বৃদ্ধি পায়নি।

নিম্নোক্ত কয়েকটি আয়াত ও হাদিসে একটু চোখ মেলে দেখি। নারীর পরিচয় খুঁজে পাওয়ার জন্য অনেক জরুরি কয়েকটি আয়াত ও হাদিস উল্লেখ করছি। অন্তর দিয়ে অনুধাবন করব আমরা।

মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ..

"মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত।"[৮]

[৮] হাদিসটি এই শব্দে অনেকে আপত্তি করেছেন। তাদের উক্তি-এটা যয়িফ। এই ধরনের শব্দে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়। তবে অর্থের দিক থেকে=

এ পর্বে আমি একজন মুসলিম নারী হিসেবে ইমানি বিষয়বস্তু জানা ও আমল করার বিষয়ে আলোচনা করব। মুসলিম নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্যের পরিমণ্ডল কয়েকটি ক্ষেত্র বা পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ, প্রথম ক্ষেত্র: তার নিজের ব্যাপারে দায়িত্ব ও কর্তব্য।

তার প্রতিপালকের প্রতি তার ইমান তথা বিশ্বাস প্রসঙ্গে: আর এটা হলো সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এবং আবশ্যকীয় কর্তব্য-কাজ। কেননা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা উত্তম প্রতিদান প্রাপ্তির সাথে তাঁর প্রতি ইমানের শর্তারোপ করেছেন। তিনি বলেন,

وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَ لَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ﴿١٢٤﴾

"আর মুমিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকাজ করবে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি অণু পরিমাণও জুলুম করা হবে না।"[১২]

তাছাড়া এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আরও অনেক আয়াত রয়েছে। এই ইমানের অনুসরণকারীকে ইমানের রুকনগুলো মেনে চলতে হবে। যথা—

(ক) আল্লাহর প্রতি ইমান।

(খ) ফিরিশতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

(গ) রাসুলগণের ওপর নাযিলকৃত আল্লাহ তায়ালার কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

(ঘ) মানুষের জন্য আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রেরিত রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

(ঙ) আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

[১২] সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১২৪

এই হলো মুসলিম নারীর আকিদা বা বিশ্বাস, যার ওপর ভিত্তি করে তার নিজের জীবনকে গড়ে তোলা এবং সে ব্যাপারে জবাবদিহির অনুভূতি নিয়ে বেঁচে থাকা আবশ্যক। এরপর আল্লাহর প্রতি আমাদের এ ইমান বা বিশ্বাস আরও কতগুলো আবশ্যকীয় বিষয়কে অনুসরণ করে। যেমন, আল্লাহ তায়ালার ভালোবাসা, তাঁর প্রতি একনিষ্ঠতা, তাঁর নিকট প্রত্যাশা করা, তাঁকে ভয় করা, সে এগুলো জেনে রাখবে এবং তার ওপর অবিচল থাকবে। এ আকিদা-বিশ্বাস তাকে ইমান পরিপন্থি কর্মকাণ্ডসমূহ এবং ইমান বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ থেকে সতর্ক রাখতে সহায়ক হবে।

আর এগুলোর শীর্ষে রয়েছে আল্লাহ তায়ালার সাথে শরিক করা, কুফরি করা, নিফাকি করা এবং আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর দীন ও তিনি যে শরিয়ত প্রবর্তন করেছেন, তার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা অথবা যে কোনো প্রকারের ইবাদত আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কারও উদ্দেশ্যে করা অথবা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের বিধান আল্লাহ তায়ালার বিধানের সমান বা তার চেয়ে উত্তম বলে বিশ্বাস করা এবং এই বিশ্বাস করা যে, মানবতা এমনিতেই সৌভাগ্যবান হবে, যেমনিভাবে সে আল্লাহ তায়ালার বিধানের মধ্যে সৌভাগ্যবান হয় অথবা এই বিশ্বাস করা যে, যুগ-যামানা আল্লাহ তায়ালার বিধান নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে এবং তা পবিত্র উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ হিসেবে অবিশিষ্ট রয়েছে। এই জীবনে তার ওপর আমলের প্রয়োজন নেই অথবা জাদুকর ও জ্যোতিষীর কর্মকাণ্ডে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং ইমান বিনষ্টকারী জাদুকর, ভেল্কিবাজ ও ভণ্ড-প্রতারকদের অনুসরণ করা।

সুতরাং একজন পর্যাক্টিসিং মুসলিমাহ'র আবশ্যকীয় কর্তব্য হলো, সে এই ধরনের ভয়াবহ শিরকে নিপতিত হওয়া থেকে সতর্ক থাকবে; অতএব সে ইমান গ্রহণের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং আরও দায়িত্বপ্রাপ্ত ইমান বিনষ্ট করে, এমন বিষয় থেকে সতর্ক থাকার ব্যাপারে।

এছাড়াও আমার নিজের ব্যাপারে দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহের অন্যতম আরেকটি দিক হলো সৎকর্ম করা। আল-কুরআনুল কারিম অথবা সুন্নাতে নববি তথা হাদিসের আলোকে একজন মুসলিম নারীর প্রতি বণ্টিত দায়িত্ব পালন করা। এসব কাজের মধ্য থেকে কিছু কাজের উপকারিতা আমি নিজে পাব আর কিছু সৎকাজ আছে, যার উপকারিতা অপরের দিকে ধাবিত হবে।

ইসলাম আমাকে যা আদেশ করেছে আমি সেসব দায়িত্বের ব্যাপারে কমিটেড। আমার কাজের প্রতিদান আল্লাহ তায়ালা দেবেন অন্যথায় আমাকে হিসাবের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনুল কারিমে বলেন,

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّیْ لَاۤ اُضِیْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰی ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ...

"অতঃপর তাদের রব তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, 'আমি তোমাদের মধ্যে কর্মনিষ্ঠ কোনো নর অথবা নারীর কর্ম বিফল করি না; তোমরা একে অপরের অংশ..।"[১৩]

তিনি আরও বলেন

وَ مَنْ یَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓىِٕكَ یَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَ لَا یُظْلَمُوْنَ نَقِیْرًا ﴿۱۲۴﴾

"মুমিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকাজ করবে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি অণু পরিমাণও জুলুম করা হবে না।"[১৪]

[১৩] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯৫
[১৪] সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১২৪